হাউস ডেমোক্র্যাটদের, সেনেট ট্রাম্পের ▸▸ পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২১ কার্তিক ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 8 November 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

লক্ষ্য লোকসভা ভোট

উত্তরবঙ্গে সক্রিয় আরএসএস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ নভেম্বর ঃ গত এক বছরে আরএসএস প্রায় নীরবেই বাংলাজুড়ে তাদের সংগঠন বাড়িয়ে চলেছে। সংঘ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২৫০টি নতুন শাখা গঠিত হয়েছে। এতদিন আরএসএসের কার্যকলাপ ব্লক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু লোকসভা ভোট এগিয়ে আসতেই আরএসএস তাদের কার্যকলাপ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে চলেছে।

আজ শিলিগুড়িতে বিজেপির বৈঠক

আরএসএসের একজন পাতা প্রমুখকে ৬০ জন ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার কাজ হবে ওই ৬০ জন ভোটারের মধ্যে কতজন কোন দলের সমর্থক, কতজন বিজেপিকে সমর্থন করলেও সামনে আসার সাহস দেখাতে পারছেন না, এমন তথ্য জোগাড় করে রিপোর্ট তৈরি করা।

আরএসএস যে পশ্চিমবঙ্গকে সংগঠন প্রসারের ক্ষেত্র হিসেবে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তার প্রমাণ হল, অন্য রাজ্য থেকে শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের এই রাজ্যে কাজ করার জন্য আনা হচ্ছে। তারা এখানে বিজেপির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন।

আরএসএস নেতৃত্বের দাবি, বিশেষত সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছ থেকে সাড়া মেলার জন্যই নতুন নতুন শাখা তৈরির দরকার পড়ছে। যেসব এলাকায় সাধারণ মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক পরিসেবা থেকে বঞ্চিত সেইসব এলাকাতেই আরএসএসের নজর বেশি। এর ফলে সংগঠনের প্রসার হচ্ছে। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে জানা যায়, সেই সময় পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে আরএসএসের ৯১০টি শাখা ছিল এবং উত্তরবঙ্গে শাখার সংখ্যা ছিল ৪৫২। এখন আরএসএসের সংগঠনের এই ব্যাপ্তিকেই ভোটের কাজে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। সেই মতো আরএসএসের পরামর্শে গোটা উত্তরবঙ্গে বুথভিত্তিক গোপন বৈঠক শুরু হয়েছে। এই কৌশল অনুযায়ী সাংগঠনিক প্রস্তুতি কতটা এগোল তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে রথযাত্রা কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গের ৭ জেলার সভাপতিদের হাজির থাকার কথা। বিজেপির উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর রথীন্দ্রনাথ বোস বলেছেন, 'সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সব কিছু করা হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখে। তবে মূল লক্ষ্য হল বিধানসভা দখল করা।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, আরএসএস তাদের সাংগঠনিক কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিজেপি নেতাদের বলেছে, পাড়ায় পাড়ায় অর্থাৎ বুথভিত্তিক জনসংযোগে জোর দিতে হবে। জানা গিয়েছে, একজন পাতা প্রমুখকে ৬০ জন ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার কাজ হবে ওই ৬০ জন ভোটারের মধ্যে কতজন কোন দলের সমর্থক, কতজন বিজেপিকে সমর্থন করলেও সামনে আসার সাহস দেখাতে পারছেন না, এমন তথ্য জোগাড় করে রিপোর্ট তৈরি করা। সেই রিপোর্ট যাবে মণ্ডল কমিটির কাছে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বুথ কমিটির কাছে নির্দেশ পাঠানো হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

মনমোহনের কথায় আরবিআই গভর্নরের উপর চাপ বাড়ল

জেটলির কথা মানতে বাধ্য উর্জিত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ রিজার্ভ ব্যাংকের ভাঁড়ারের ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কেন্দ্রের এই দাবি মানতে নারাজ গভর্নর উর্জিত প্যাটেল। আরবিআই বনাম মোদি সরকারের টানাপোড়েন নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। বুধবার এই ইশ্যুতে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। আর এদিনই উর্জিত প্যাটেলের তরফে ইস্তফার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, সম্ভবত ১৯ নভেম্বর আরবিআই-এর বোর্ড মিটিংয়েই ইস্তফার কথা ঘোষণা করতে পারেন উর্জিত।

দিল্লিতে এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে মনমোহন বলেছেন, 'রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর কখনোই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর চেয়ে বড়ো হতে পারেন না। অর্থমন্ত্রী কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা মানতে বাধ্য আরবিআই।' প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, আরবিআই গভর্নর ও যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান- ভারতের অর্থনীতির চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করা মনমোহনের বক্তব্যের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। কেন্দ্র-আরবিআই দ্বৈরথ ইশ্যুতে মন্তব্য করে তিনি অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির চাপ কিছুটা কমিয়ে দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে দল হিসেবে কংগ্রেস তাঁর অবস্থান অনুমোদন করবে কিনা স্পষ্ট নয়। রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই টুইট করে উর্জিত প্যাটেলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে উর্জিতকে

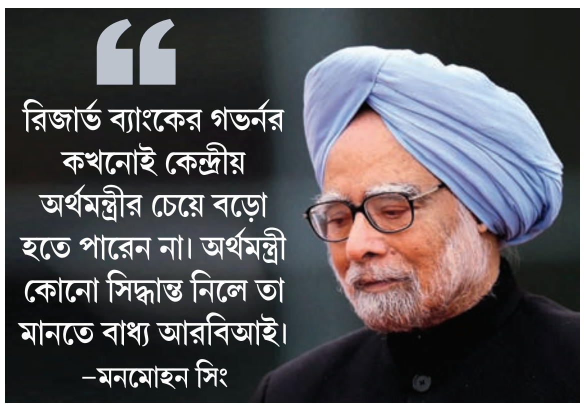

'দেশরক্ষা'র ডাক দিয়েছেন। মনমোহনের বক্তব্য নিয়ে এদিন পর্যন্ত অবস্থান স্পষ্ট করেনি কংগ্রেস।

কেন্দ্রের সঙ্গে আরবিআই-এর প্রকাশ্য সংঘাত নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন উর্জিতকে নীরবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। রাজনের মতে, 'আরবিআই-এর উচিত সিধুর মতো সরব না হয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের মতো নিজের কাজ করে যাওয়া।' তিনি অবশ্য মনমোহনের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজন বলেছেন, 'আরবিআই-এর দায়িত্ব দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা। এরজন্য প্রয়োজনে সরকারকে 'না' বলার অধিকার রয়েছে নিয়ন্ত্রক ব্যাংকের।'

মনমোহন সিং-এর বিবৃতিতে অবশ্য উর্জিত প্যাটেলের উপর চাপ আরও বেড়েছে। মনমোহন স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'অর্থমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত না মানলে আরবিআই গভর্নরকে চাকরি খোয়াতে হবে।' কন্যা দমন সিং-এর লেখা 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল ঃ মনমোহন অ্যান্ড গুরশরণ' বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আরবিআই-এর গভর্নর থাকার সময় কোনো বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হলে আমরা ব্যাংকের অবস্থান সরকারকে জানাতাম। কিন্তু সরকার আরবিআই-এর সব প্রস্তাব মানতে বাধ্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই। সেই সময়ও আরবিআই-এর বক্তব্য খারিজ করে নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্র। রিজার্ভ ব্যাংক যেহেতু একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তাই আমরা কেন্দ্রের অবস্থান মেনে নিয়েছি। তবে ব্যাংকের লাইসেন্স সংক্রান্ত ইশ্যুতে সরকারের অবস্থান আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আমার যুক্তি মেনে নিয়ে লাইসেন্স সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখেন।'

অন্যদিকে, উর্জিত প্যাটেলের উপর চাপ বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্র চাইছে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরকারি নির্দেশ মেনে চলুক আরবিআই। মতবিরোধ দূর করতে বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসুন উর্জিত প্যাটেল। সেখানে সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিরা থাকবেন। তার পরেও আরবিআই সংঘাতের রাস্তায় হাঁটলে প্রয়োজনে আরবিআই অ্যাক্টের ৭ নম্বর ধারা ব্যবহার করতে সরকার তৈরি বলে সূত্রটি দাবি করেছে। আরবিআই-এর এক বোর্ড সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, 'আমরা অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে অতীতের মিল নেই। তাই সবদিক খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

আলো হয়ে আসবে তুমি, মনের আঙিনায়...

আলোয় ভুবন ভরা ।। *আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন শহিদ বাদল নগর বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।*

চোপড়ার ঘিরনিগাঁও

তৃণমূল-বিরোধী সংঘর্ষে জখম ৩

চোপড়া, ৭ নভেম্বর ঃ কংগ্রেস-সিপিএম জোট ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষ মিলিয়ে তিনজন আহত হন। জখমদের দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়র পর একজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং অন্যজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ভাঙচুর, লুটপাট, বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ভীমগ্রামের একাধিক বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় খুবই উত্তেজনা থাকায় বাসিন্দারা এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপাবলির আনন্দে শামিল হওয়ার সাহস পাননি। বিভিন্ন হাটবাজার এদিন সেভাবে জমেনি। পরস্পরের উপর হামলার অভিযোগে দুই পক্ষই সরব হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমের বলেন, 'এলাকায় টহলদারি চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে। হামলা নিয়ে কোনো পক্ষই অভিযোগ জানায়নি। এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হলে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া, লক্ষ্মীপুর ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলেই তা রাজনৈতিক সংঘর্ষের চেহারা নিচ্ছে। বোমা, গুলি চলছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত এলাকায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার লক্ষ্মীপুরে কংগ্রেস-তৃণমূল সংঘর্ষের ঘটনায় এক কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়। সম্প্রতি ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধনীরহাটে দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক বোমাবাজি, গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। একইভাবে দোলাপাড়া গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনায় এক ছাত্রী সহ বেশ কয়েকজন জখম হয়। এসব ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, কংগ্রেস-সিপিএম জোটের দুষ্কৃতীরা এদিন দুপুরে ভীমগ্রামের বাসিন্দা এক তৃণমূল কর্মীর পথ আটকে তাঁর সাইকেল, মোবাইল ফোন ও তাঁর সঙ্গে থাকা ২৫ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এই ঘটনার পর সন্ধ্যায় কোটগছ এলাকায় মারধর করে মহম্মদ রাজ্জাক নামে এক তৃণমূল সমর্থকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তৃণমূলের আসিরুল ইসলাম বলেন, 'এদিন কয়েকজন দুষ্কৃতী কোটগছে আমার ছেলের উপর হামলা চালায়। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ করলে দুষ্কৃতীরা আমাদের উপর হামলা চালানোর পাশাপাশি আমার বাড়িতে গিয়ে মোটরবাইক ভাঙচুর করে ও বেশকিছু জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।'

এরপর নয়ের পাতায়

লেপার্ডের থাবায় জখম ১

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ লেপার্ডের আক্রমণে বেঙ্গল সাফারিতে গুরুতর জখম হলেন মনিটরিং দলের চালক সুরিন্দর সিং পল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জখম ওই কর্মীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায়। জখম ওই কর্মীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানান বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন।

অঘটন পিছু ছাড়ছে না বেঙ্গল সাফারির। কয়েকদিন আগেই মৃত্যু ঘটেছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শীলা-স্নেহাশিসের শাবক ইকার। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার বিকেলে একটি লেপার্ডের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন মনিটরিং দলের গাড়ির চালক সুরিন্দর সিং পল। তাঁর বাড়ি রাজফাপরিতে বলে তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, অন্যদিনের মতো এদিন বিকেলে লেপার্ড করিডরে নজরদারি চালাচ্ছিল মনিটরিং দলটি। সে সময়ই ঘটনাটি ঘটে। সাফারি কর্তৃপক্ষের দাবি, লেপার্ড এনক্লোজারের মধ্যে পায়চারি করতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে আনেন সুরিন্দর। তবে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, চালকের আসনে বসে জানালার কাচ খুলে মাথা বের করেছিলেন সুরিন্দর। সে সময়ই একটি লেপার্ড তাঁর ঘাড়ে থাবা মারে। অবশ্য তাঁর ওপর 'সৌরভ' না 'শচীন' হামলা চালিয়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সাফারি কর্তৃপক্ষ। মনিটরিং দলের এক সদস্য বলেন, 'হঠাৎই চিৎকার শুনতে পাই। দেখি গাড়ির পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সুরিন্দর। তাঁকে উদ্ধার করে লেপার্ড এনক্লোজারের বাইরে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাটি জানানো হয় অফিসারদের।' সুরিন্দর গাড়ির বাইরে বের হয়েছিলেন, নাকি লেপার্ডের আক্রমণের পর গাড়ি থেকে তিনি নামেন,

এরপর নয়ের পাতায়

অঘটন বেঙ্গল সাফারিতে

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সুরিন্দর সিং পল। -সংবাদচিত্র

একজন ডাক্তারে চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

উন্মীলন সিনহা • শিলিগুড়ি

৭ নভেম্বর ঃ চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির স্কুলমাঠের কাছে পুরনিগমের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭-এ বহুদিন ধরে চলছে কর্মীসংকট। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন রোগী আসেন। এতজন রোগীর চিকিৎসার জন্য এখানে ডাক্তার রয়েছেন একজন। গোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনো নার্স, পরিকাঠামোর অভাবে নেই ফার্স্ট এইড, রক্তচাপ পরীক্ষার ব্যবস্থাও। ল্যাব থাকলেও নেই কোনো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাঃ সমীরণ মল্লিকের কথায়, 'অনেক চেষ্টা করেও এতজন রোগীকে সামলানো একটু সমস্যা হয়ে পড়ছে। আমি এখানকার পার্টটাইম মেডিকেল অফিসার। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও বাইরে রোগী দেখতে যেতে হয় আমাকে। এখানে যদি আমার সঙ্গে একজন ফুলটাইম মেডিকেল অফিসার থাকতেন তবে অনেক সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যেত।' স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় চর্মরোগের সমস্যা রয়েছে খুব বেশি। ফলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অভাবও রয়েছে বহুদিন ধরেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টও অনেকদিন হল কাজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানান ফার্মাসিস্ট সামজিরা। তারপর থেকে বহুদিন ধরে কোনো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই এখানে। ফলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালানো খুবই অসুবিধে হয়ে পড়ছে তিন-চারজন কর্মীর পক্ষে।

শুধু কর্মীসমস্যাই নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিকমতো দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তিনমাস ধরে এমসিপি কার্ড ও মাতৃ সুরক্ষা যোজনার জেএসওয়াই কার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছে না। তিনমাস আগে আসা একটি কার্ডের ফোটোকপি বের করে সেটিই এতদিন ধরে দেওয়া হচ্ছে রোগীদের। ফলে সন্তান প্রসবের পর নিয়মিত ফলো আপের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মায়েদের।

এরপর নয়ের পাতায়

শিলিগুড়ির দূষণ ফের লাগামছাড়া

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবারের পর বুধবারও শব্দাসুরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হতে হল গোটা শহরকেই। যার জেরে বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে দেশের রাজধানী দিল্লিকেও টেক্কা দিল উত্তরের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়ি। ক্ষোভ প্রকাশ করল সব মহলই। উঠল প্রশ্ন, এই শহরের মানসিকতার পরিবর্তন আর কবে ঘটবে? ক্ষোভের কারণ, শিলিগুড়ির দূষণের মাত্রা ফের লাগামছাড়া হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, দেশের দূষিত শহরগুলির মধ্যে এখন অনেকটাই উপরে শিলিগুড়ি। বুধবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত যে তথ্য রয়েছে সেই অনুযায়ী এমনটাই জানা যাচ্ছে। এনিয়ে চিন্তায় শহরবাসীও। যদিও বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কালীপুজো ও দীপাবলিতে বাজির কারণেই এই মাত্রা এতটা বেড়েছে। যদিও এর আগেও দূষণে দেশের মধ্যে একেবারে উপরের দিকেই ছিল শিলিগুড়ি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক জায়গায় পৌঁছালেও ফের শহরের দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে।

বুধবার বিকেলে যে তথ্য কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দিয়েছে সেই অনুযায়ী, শিলিগুড়ির ইনডেক্স ভ্যালু রয়েছে ২৮৯। সূচক অনুযায়ী ৫০-এর আশপাশে থাকলে সেই পরিস্থিতিকে ভালো বলা হয়। পর্ষদের দেওয়া তথ্য থেকেই পরিষ্কার, শহরে দূষণ বেড়েছে মারাত্মক। হঠাৎ করে কেন দূষণ বাড়ল তা নিয়ে পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বিশ্লেষণ, 'হাওয়ার চাপে মেঘ অনেক নীচের দিকে এখন। সেই কারণে গাড়ি থেকে বাজির ধোঁয়ার দূষণ বেড়ে চলেছে। কারণ, ওই কালো ধোঁয়া বেশিদূর উঠতে পারে না। গত বছরও এমন হয়েছিল। আতশবাজি পোড়ানোর ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্ট যে নির্দেশ এবার দিয়েছিল তার তোয়াক্কা না করেই সন্ধ্যা

এরপর নয়ের পাতায়

নজরকাড়া

ধরনা উঠল

দাড়িভিট ঃ প্রশাসনের ডাকা বৈঠকের ঠিক একদিন আগে ধরনা তুলে নিল দাড়িভিট কাণ্ডে মৃত ছাত্রদের পরিবার। বুধবার সন্ধ্যার পর দাড়িভিটে বিজেপির মানববন্ধন কর্মসূচি এবং এলাকাবাসীর মোমবাতি মিছিল শেষে দাড়িভিট শ্মশানে এই ঘোষণা করেন মৃত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের বাবা নীলকমল সরকার এবং বাদল বর্মন। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহসভাপতি সুরজিৎ সেন এই ঘোষণার সময় তাঁদের পাশে ছিলেন। এই ঘোষণার ফলে আগামী ১০ তারিখ দাড়িভিট স্কুল খুলতে আর কোনো বাধা রইল না বলেই এলাকাবাসীর দাবি।

▸▸ আটের পাতায়

একলা সিপিএম

কলকাতা ঃ দলীয় কর্মীদের চাপের মুখে রাজ্যে একক কর্মসূচি নিচ্ছে সিপিএম। লোকসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরব হবে তারা। এ মাসের শেষদিকে পদযাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে সিপিএম। এতদিন বামফ্রন্ট, বিপিএমও বা কৃষক সভার ব্যানারে একাধিক কর্মসূচি নিলেও এককভাবে তেমন কোনো কর্মসূচি নেয়নি সিপিএম।

▸▸ নয়ের পাতায়

পদ্মা সেতু

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের প্রকল্প পদ্মা নদীর উপর ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুতে নির্মাণে অনেকটাই এগিয়েছে বাংলাদেশ। রেল ও সড়ক উভয় পথই গড়ে তোলা হচ্ছে সেতু। সেতুটি নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এই প্রকল্পের প্রায় ৬৭ শতাংশ নির্মাণকাজ শেষ হতে চলেছে। এই সেতু তৈরি হলে উপকৃত হবে ভারতও। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভারতে যে এশিয়ান হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত হবে এই সেতু। ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে।

▸▸ চারের পাতায়

বিরাট বিতর্ক

নয়াদিল্লি ঃ বিশ্রামের মাঝেই ক্রিকেটকে ঘিরে বিতর্কে জড়ালেন বিরাট কোহলি। ইনস্টাগ্রামে এক ভারতীয় মন্তব্য করেছিলেন, বিরাট কোহলি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। কোহলি আহামরি ক্রিকেটার নন। স্পেশাল কিছু খুঁজে পান না বিরাটের খেলায়। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের খেলা অনেক বেশি তৃপ্তি দেয়। পালটা তোপে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটপ্রেমীকে বিরাট একেবারে ভারত ছাড়ার কথা শুনিয়ে দেন। বিরাটের মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো বিতর্কের ঝড়। ভারত অধিনায়ককে তুলোধোনা করে বেশ কিছু পোস্টও করা হয়েছে। একজন তির্যক ভাষায় লিখেছেন, অগ্রাধিকারের তালিকা ঠিক করে ফেলেছি। ভারত ছেড়ে আমেরিকায় চললাম।

▸▸ পনেরোর পাতায়